দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2[illegible] SEP 1987

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

116

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গ ঃ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পদ্ধতি

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাসের পর পরই প্রকৃতপক্ষে যার যা ভবিষ্যতের লক্ষ্য বা ইচ্ছা, সেই পথে অগ্রসর হতে হয়, সম্ভবতঃ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের একটা বিরাট অংশের লালিত স্বপ্ন থাকে চিকিৎসক হবার, পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরপরই মেটিকেল কলেজসমূহে সবচেয়ে বেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। গত বছর মেডিক্যাল কলেজসমূহে ভর্তিচ্ছু প্রার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ হাজার। সেখানে কলেজসমূহে সর্বমোট আসনসংখ্যা ছিল মাত্র ১২শ'টি। তাই প্রচুরসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভর্তি হতে পারে না।

এহেন পরিস্থিতিতে যদি ভর্তির কোন ত্রুটিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর নিয়মের জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাশ হওয়ার আশংকা থাকে, তবে তা সত্যিই দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক।

স্বাধীনতার পর ৭২ সাল থেকে ৭৭ সাল পর্যন্ত মেডিক্যাল কলেজসমূহে ভর্তির জন্যে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হতো। তবে, সেই সময়কার প্রশ্নপত্র ছিল ইদানীংকার প্রশ্নপত্র থেকে কিছুটা ভিন্নধর্মী এবং প্রত্যেক মেডিক্যাল কলেজে তখন আলাদা আলাদা প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হত। তারপর '৭৮ সাল থেকে '৮০ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ '৭৮, '৭৯ ও '৮০ সালে কোন লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। শুধুমাত্র মৌখিক পরীক্ষা ও প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতেই ভর্তি সম্পন্ন হয়েছিল।

অতঃপর '৮১ সাল থেকে '৮৫ সাল পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা একই নির্দিষ্ট নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। আর নিয়মটি ছিল, যে সকল ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় যৌথভাবে কমপক্ষে ৬০% (গ্রেস, অতিরিক্ত নম্বর ও তৃতীয় বিভাগ বাদে) নম্বর পেয়েছিল তারাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ১০% ও লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় (যথাক্রমে ৮০ ও ২০ নম্বর) প্রাপ্ত নম্বরের সমন্বয়ে মেধাতালিকা তৈরী করার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়।

কিন্তু গতবছর '৮৬ সালে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেও বিচক্ষণতার সাথে সেই নিয়মটি বাতিল করে ভর্তি পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ নতুন নিয়ম তৈরী করা হয়। নতুন নিয়মটি হচ্ছে— "এসএসসি ও এইচএসসি'তে সর্বমোট অন্ততঃ ১২০০ নম্বর প্রাপ্ত যে কোন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং কেবলমাত্র লিখিত (১০০ নম্বরের) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কোন মৌখিক পরীক্ষা হবে না এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করেই মেধাতালিকা তৈরী করা হবে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর থেকে কোন নম্বর যোগ হবে না।" নিঃসন্দেহে এই নিয়মটি ছিল অধিকাংশ ছাত্রদের জন্য সুবিধাজনক। তবে এই নিয়ম তৈরী করার পিছনে আরো একটি উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল, সম্ভবতঃ দুর্নীতি ও কারচুপি রোধ করা। কেননা এর আগের বছরগুলিতে প্রচলিত নিয়মে কেবলমাত্র মৌখিক পরীক্ষাতেই কারচুপি করার প্রচুর সুযোগ ছিল। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়েনি। তাছাড়া গত বছরের নতুন নিয়মে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর থেকে কোন নম্বর যোগ না হওয়াতে যেসব ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন কারণে পরীক্ষাতে যথেষ্ট ভাল করতে না পারলেও তারা তাদের সত্যিকারের মেধার মাধ্যমে সামান্য চেষ্টাতেই ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারতো।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রায় প্রতি বছরই দেখা যায়, বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী প্রথম বছর কোন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে না পেরে পরবর্তী বছরে ভর্তি হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয় এবং ভালভাবে পরীক্ষা দিতে পারলে তাদের অনেকে আবার সফলও হয়। কিন্তু এই বছর আবারও সেই এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর থেকে ভর্তি পরীক্ষায় নম্বর যোগ করার পদ্ধতিটি চালু করলে সেইসব ছাত্র অনেকেই যথেষ্ট চেষ্টা করার পরও তাদের সেই আশা পূরণ করতে সক্ষম হবে না।

তাই সেখানে কোন ছাত্র বা ছাত্রী সর্বমোট ১২০০ বা তার চেয়ে সামান্য কিছু বেশী নম্বর পেয়ে নিজের চেষ্টা ও মেধার ফলে মেধা তালিকার প্রথম দিকে অবস্থান করতে পারতো। সেখানে সেই ছাত্র বা ছাত্রী এই বিভ্রান্তিকর নিয়মের ফলে একই রকম পরীক্ষা দিয়েও মেধা তালিকার সর্বনিম্ন স্থানটিও অধিকার করতে পারবে না। কারণ তার একটিই অপরাধ, সে এসএসসি ও এইচএসসি'তে মাত্র ১২০০ নম্বর বা তার চেয়ে সামান্য কিছু বেশী নম্বর পেয়েছে। অথচ সে ইচ্ছা করলেই সুবিধাজনক কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দিয়ে অবৈধ উপায়ে সহজেই বেশী নম্বর অর্জন করতে পারতো। তা না করে সৎ থাকার ফলে তার লালিত ইচ্ছা— চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। তার যথেষ্ট মেধা ও আন্তরিকতার প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও। তাই প্রচলিত নিয়মটি অক্ষুণ্ণ রেখে কারচুপি রোধ করার জন্য বার বার নিয়ম পরিবর্তন না করে দুর্নীতি দূর করার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় এ ক্ষেত্রে দুর্নীতি বন্ধ না হয়ে বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

—এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান (রাসেল)